পুকুরে মাছের চারাপোনা মজুদ

মাছ চাষে সঠিকভাবে চারাপোনা মজুদের গুরুত্ব সর্বাধিক। সঠিকভাবে চারাপোনা মজুদ বলতে প্রধানতঃ ৪টি বিষয় বুঝায় ঃ (১) মজুদ ঘনত্ব, (২) প্রজাতি নির্বাচন ও সংখ্যা, (৩) চারা পোনার আকার ও সুস্থতা, এবং (৪) পরিবহণ ও পুকুরে মজুদকরণ।

১. মজুদ ঘনত্ব

একটি নির্দিষ্ট আয়তনে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রাণী স্বাভাবিকভাবে বাস করতে পারে। ঐ সংখ্যার চেয়ে বেশী হলেই পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে পরে। এই অবস্থায় তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়না।

অধিক মানুষ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দুর্বল-রুগ্ন মানুষ

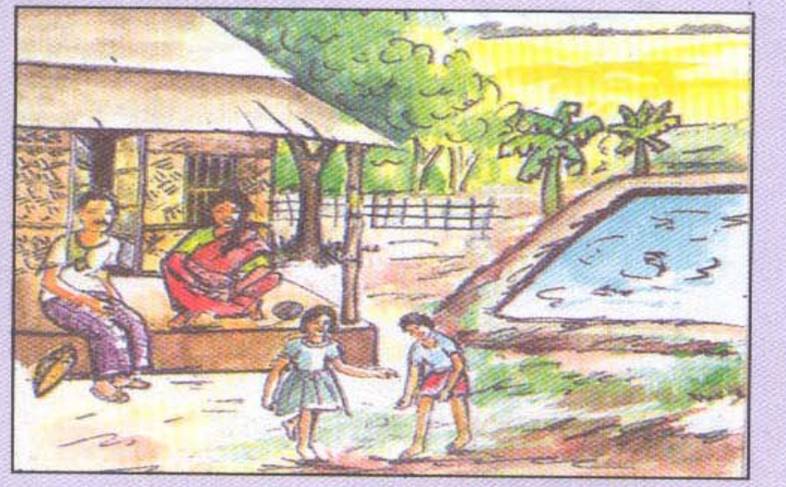

অল্প মানুষ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সুস্থ সবল মানুষ

ধানের চারা রোপণের সময়েও একজন ভাল কৃষক এই নীতি অনুসরণ করে বিঘা প্রতি নির্দিষ্ট সংখ্যক চারা রোপণ করে থাকেন। মাছ চাষের বেলায়ও বিষয়টি সমান গুরুত্বপূর্ণ। পুকুরে অতি ঘনত্বে মাছের পোনা মজুদ করলে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, অক্সিজেন ও জায়গার তীব্র অভাব হয়ে থাকে। মাছ দ্রুত বাড়েনা, চাষীর ক্ষতির কারণ হয়।

২. প্রজাতি নির্বাচন ও সংখ্যা

মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ও বিস্তারের ভিত্তিতে পুকুরের পানিকে তিন স্তরে ভাগ করা হয়।

উপরিতল বা ফিল্টারভোজী	ঃ	সিলভারকার্প, কাতলা, বিগহেড
মধ্যস্তর বা কলামভোজী	ঃ	রুই
তলদেশ বা বেনথসভোজী	ঃ	মৃগেল, কমন কার্প, মিরর কার্প, পাংগাস, গলদা চিংড়ি

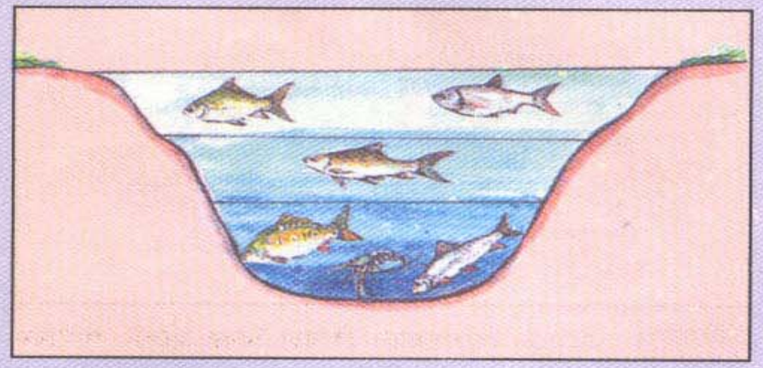

এছাড়াও আরও এক ধরনের মাছ আছে যারা সাধারণতঃ পুকুরের সকল বা বিভিন্ন স্তরের খাবার খেয়ে থাকে, যেমন - গ্রাসকার্প। অতএব, পুকুরে সকল স্তরের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মাছ মজুদ করতে হবে। এরা সাধারণতঃ খাবারের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করেনা। সকলেই বাচঁতে ও সুন্দরভাবে বাড়ার সুযোগ পায়। চাইনিজ রুই-জাতীয় মাছের বৃদ্ধির হার দেশী প্রজাতিসমূহের চেয়ে অনেক বেশী। তুলনামূলক ভাবে কম খরচে অল্প সময়ে অধিক মাছ উৎপাদন সম্ভব। তাই দেশী মাছের সাথে বিদেশী রুই-জাতীয় প্রজাতির কিছু মাছও মজুদ করতে হয়।

মজুদ যোগ্য প্রতিটি প্রজাতির সংখ্যা কত?

একই খাদ্য খেয়ে থাকে এমন প্রজাতি বা প্রজাতিসমূহের মজুদ সংখ্যার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাত্রা আছে। অন্যথায় তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে মাছের বৃদ্ধি ভাল হবে না অথবা প্রাপ্ত স্থান ও খাবারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে না। মৎস্যগ্রামের জন্য মৎস্যচাষীগণ নিম্নের যেকোন নির্দেশিকা তার নিজের পছন্দ এবং স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বেছে নিতে পারেন ঃ

(১) মৌসুমী পুকুর

মৌসুমী পুকুরে একক চাষের জন্যে মজুদ ঘনত্বঃ

সরপুঁটি	৭০ টি পোনা / শতাংশ
তিলাপিয়া	৭০ টি পোনা / শতাংশ
পাংগাস	৫৫ টি পোনা / শতাংশ
গলদা চিংড়ি	৫৫ টি পোনা / শতাংশ

মৌসুমী পুকুরে মিশ্র চাষের প্রতি শতাংশে মজুদ ঘনত্ব ঃ

প্রজাতি	নমুনা ১	নমুনা ২	নমুনা ৩	নমুনা ৪	নমুনা ৫
সিলভার কার্প	২০	৮	৮	২০	৫
সরপুঁটি	৮	২০	-	৫	২০
নাইলোটিকা	-	-	২০	-	-
গ্রাস কার্প	২	২	২	-	-
কমন কার্প	৫	৫	৫	-	-
গলদা চিংড়ি	-	-	-	১০	১০
মোট	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫

(২) বাৎসরিক পুকুর ঃ মিশ্র চাষ (নিম্নের দুটি ধরনের যে কোন একটি ব্যবহার করা যেতে পারে)

সারণী-১

প্রজাতি	মজুদ ঘনত্ব %	মজুদ ঘনত্ব %
সিলভার কার্প/কাতলা/বিগ হেড	৪০	৪০
রুই	২৫	৩০
মৃগেল/কমন কার্প/পাংগাস/চিংড়ি*	২৫	৩০
গ্রাস কার্প, সরপুঁটি	১০	-
মোট	১০০	১০০

* মৃগেল, কমন কার্প মজুদ করা হলে চিংড়ি মজুদ না করাই উচিত।

অথবা

সারণী-২

প্রজাতি	সাত প্রজাতির চাষ		ছয় প্রজাতির চাষ		পাঁচ প্রজাতির চাষ	
সিলভার	৪০%	৮-১০	৪০%	৮-১০	৪০%	৮-১০
কাতলা		৪-৬		৪-৬		৪-৬
বিগহেড		-		-		-
রুই	২৫%	৮-১০	২৫%	৮-১০	৩০%	৯-১২
মৃগেল	২৫%	৬-৭	২৫%	৬-৭	৩০%	৬-৮
কমন কার্প		২-৩		২-৩		৩-৪
পাংগাস		-		-		-
গলদা চিংড়ি		-		-		-
গ্রাস কার্প	১০%	২-৪	১০%	২-৪	-	-
সরপুঁটি	অতিরিক্ত	১০-১৫	-	-	-	-
মোট	১০০%	৪০-৫৫	১০০%	৩০-৪০	১০০%	৩০-৪০

৩. চারাপোনার আকার ও সুস্থতা

বড় আকারের পোনার দাম একটু বেশী হলেও মজুদ পরবর্তী মৃত্যুহার অনেক কম হয় বলে চূড়ান্ত হিসাবে চাষীরই লাভ হয়।

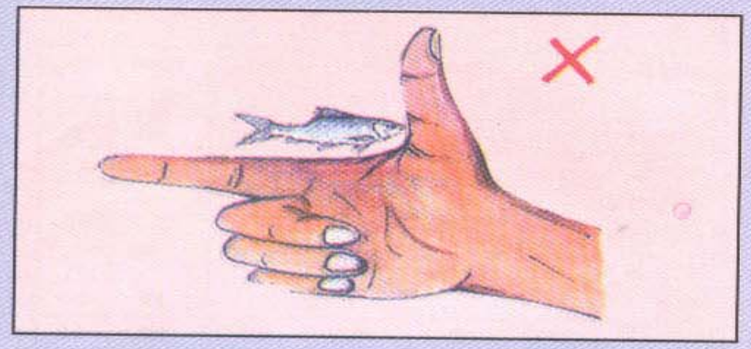

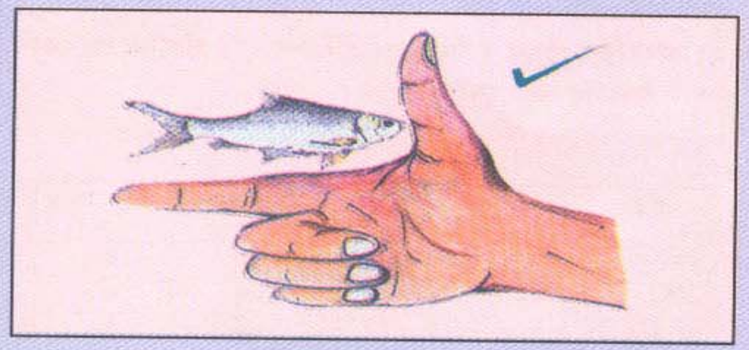

রুই জাতীয় মাছের আকার ৪-৫ ইঞ্চি হওয়া প্রয়োজন। পাংগাসও তাই। সরপুঁটি, গলদা, ইত্যাদি ২ ইঞ্চি হতে পারে। একই সাথে খেয়াল রাখতে হবে চারা পোনা যেন সুস্থ সবল হয়, ভাল হয়।

৪. পরিবহণ ও পুকুরে মজুদ

পোনা পরিবহণ ও মজুদকালে ঠিকমত পরিচর্যা করা না হলে পোনা মারা যেতে পারে অথবা মারাত্মকভাবে আহত হতে পারে। অসুস্থও হয়ে পড়তে পারে। চূড়ান্ত হিসাবে মাছচাষীরই ক্ষতি। তাই যে সব চাষীর পোনা পরিবহণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু পোনা পরিবহণের কাজ নিজেই করতে চান তারা অবশ্যই এই ব্যাপারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

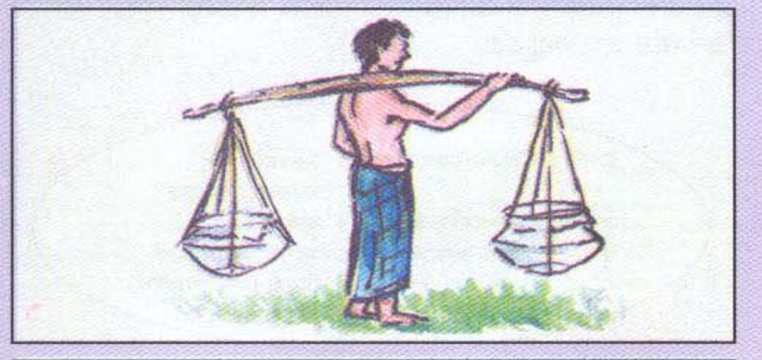

পরিবহণঃ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয় হলো- পলিথিন ব্যাগে বা পাত্রে সঠিক ঘনত্বে অক্সিজেন মাত্রা বজায় রেখে পরিবহণ করা। পরিবহণের পূর্বে খাওয়ার লবণের দ্রবণে (৩ গ্রাম লবণ/লিটার পানি) গোসল করিয়ে নিলে পরিবহণকালে আঘাতজনিত অবস্থার উন্নতি হয়।

মজুদঃ বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়াদি- পোনা শোধণ, পোনা অভ্যস্থকরণ এবং পুকুরে ছাড়ার সময়।

এই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জানতে স্থানীয় মৎস্য কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করুন।

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০০১, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর, ঢাকা
(সম্প্রসারণ লিফলেট: সওপ্র- ০৪)

পুকুরে মাছের চারাপোনা মজুদ

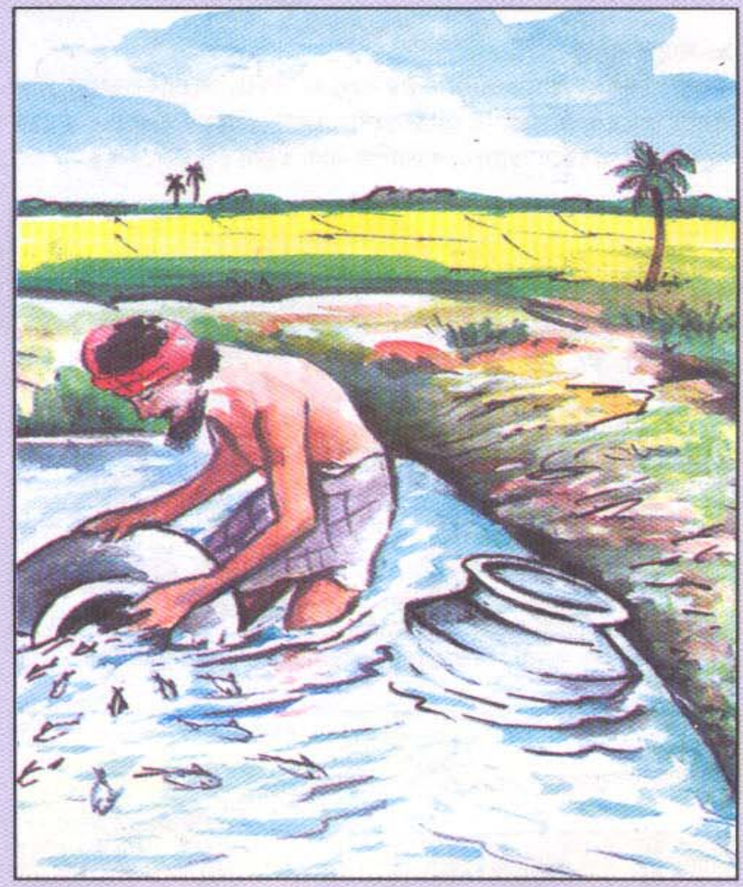

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ